সাফল্যে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোই এগিয়ে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

রাজধানীর ভালো বিদ্যালয়গুলো আরও ভালো করছে, তবে মাঝারি মানের প্রতিষ্ঠানগুলোর উঠে আসার গতি খুবই মন্থর। আবার সরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো সামগ্রিকভাবে ভালো ফল করছে।

কোটি মানুষের এই শহরে বিদ্যালয়ের অভাব না থাকলেও শিক্ষার্থী, অভিভাবক আস্থা রাখতে পারেন এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিতান্তই হাতেগোনা। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এসএসসির ফলাফলে শত ভাগ পাস এবং সর্বোচ্চসংখ্যক জিপিএ-৫ পাওয়া প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘুরেফিরে সেই ১০-১২টি বিদ্যালয়ের নামই এসেছে। চারদিকে এত বিদ্যালয় থাকলেও নতুন সেরা হিসেবে কোনোটিই আসতে পারছে না কেন? সরকারও বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন বলেই ঢাকা মহানগরীতে ১০টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল গত প্রায় এক দশক আগে। রাজধানীতে জমির অভাবসহ আমলাতান্ত্রিক বিভিন্ন জটিলতায় সেই পরিকল্পনায় দফায় দফায় কাটাছেঁড়া হয়েছে। ফলে ওই পরিকল্পনা আজও দেখেনি বাস্তবতার মুখ। মোহাম্মদপুরে স্থাপিত একটি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ চালু হয়েছে এ বছর থেকে। এর অধ্যক্ষ মতিউর রহমান গাজ্জালী বললেন, সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে দিলেও এর পরিচালনা হবে ভিন্নধর্মী এবং আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ হারুন-অর-রশীদ এ প্রসঙ্গে বললেন, ভালো প্রতিষ্ঠান গড়তে হলে প্রয়োজন উত্তম ব্যবস্থাপনা, মানসম্পন্ন শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সুসম্পর্ক এবং নিয়মানুবর্তিতা।

রাজধানীতে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ২৪টি। কিন্তু শত ভাগ পাস এবং সর্বোচ্চসংখ্যক জিপিএ-৫ পাওয়ার বিবেচনায় ঢাকা বোর্ড ১০টি করে ২০টি বিদ্যালয়ের যে তালিকা তৈরি করেছে, তাতে ২৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারি বিদ্যালয় মাত্র তিনটি। শত ভাগ উত্তীর্ণ এবং ১২৩টি জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক থেকে সেরা দশ তালিকায় স্থান পেয়েছে ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়। এ ছাড়া সেরা দশ তালিকায় আছে মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় এবং ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল। কয়েক বছর ধরে ঘুরেফিরে এ তিনটি সরকারি বিদ্যালয়ের নামই শীর্ষ তালিকায় থাকছে। বাকি ২১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে আরও দু-তিনটি ভালো করলেও বাকি ১৭-১৮টি সরকারি বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার পরিবেশ যে মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরির উপযোগী নয়, তা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

সেরা কুড়ির তালিকা ছাড়াও ভালো ফল করা বেশির ভাগ বিদ্যালয় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ভিকারুন নিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ তো এবার সর্বোচ্চসংখ্যক জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক থেকে রীতিমতো হ্যাটট্রিক করল। নতুন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এগিয়ে এসেছে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, সেখানে উত্তীর্ণের সংখ্যা শত ভাগ এবং জিপিএ-৫ অর্জনকারীর সংখ্যা ২৩৯টি।

ঢাকার বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে হলিক্রস গার্লস হাইস্কুল, উদয়ন বিদ্যালয়, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল, মণিপুর উচ্চবিদ্যালয়, এ কে হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ সেরা কুড়ির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মিরপুরের মণিপুর উচ্চবিদ্যালয় এবং ডেমরার এ কে হাইস্কুলে উঠে আসার ধারা অব্যাহত রয়েছে। মণিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৫৪ জন পরীক্ষার্থী, পাসের হার ৯৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। অন্যদিকে এ কে হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ১৪৫ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করলেও পাসের হার ৯২ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

অন্যদিকে সেনাবাহিনী বা বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ, বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ সেরা কুড়ির তালিকায় উঠে এসেছে। মিরপুরের শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ থেকেও শত ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হারুন-উর-রশীদ শিকদার জানান, সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীতে মধ্যমমানের বেশি কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলোর লেখাপড়ার মান খুব একটা খারাপ নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অভিভাবকেরা নামী প্রতিষ্ঠানের দিকেই বেশি ঝোঁকে। তিনি বলেন, এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার। কারণ, ঢাকায় এখন মধ্যমমানের এমন কিছু বিদ্যালয় ও কলেজ গড়ে উঠেছে, যেখানে শিক্ষকদের মান বেশ ভালো। চাকরির বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকায় মেধা ও তরুণ ছেলেমেয়েরা এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছে রাজধানীর ভিকারুন নিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ রোয়েনা হোসেন প্রথম আলোকে বললেন, রাজধানীতে আরও অনেক মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দরকার। ভালো প্রতিষ্ঠান যত বেশি হবে, তত বেশি লেখাপড়ার মান এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে উঠবে।

প্রথম আলো